BEGALI (PG) SEM-II Paper-204(CBCS)

পাঠ্য চর্যাপদগুলির মূলপদ, আধুনিক বাংলারূপান্তর ও তাৎপর

চর্যাপদ

পদ:-১ : রাগ- পটমঞ্জরী : লুইপাদানাম্(রচয়িতা)

মূলপদ

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ॥
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই॥
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিতি লেহু রে পাস॥
ভণই লুই আম্হে ঝানে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পিণ্ডি বইঠা॥

আধুনিক বাংলা অর্থ – 'শ্রেষ্ঠ তরু এই শরীর, পাঁচটি তার ডাল। চঞ্চল চিত্তে কাল (ধ্বংসের প্রতীক) প্রবেশ করে।' এর ভাবার্থ হলো— শরীরের পাঁচটি ইন্দ্রিয় পাঁচটি ডালস্বরূপ। এই পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে জানাশোনা চলে। এতে বেশি আকৃষ্ট হলে বস্তুজগেকই মানুষ চরম ও পরম জ্ঞান করে ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

তাৎপর্য:- মানবদেহ বৃক্ষের মত, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় এই দেহবৃক্ষের শাখা। বিষয়ের প্রতি আর্কষণ, সংসার-ভোগাক্ষা মানব স্বভাবজাত। এই ভোগ আকাক্ষাই আমাদের মনকে চঞ্চল করে এবং তার ফলে বিবিধ দুঃখ কষ্ট ভোগ করায়। সংসারী মানুষের দুঃখ দুর্দশার এই মূল কারণটি সহজিয়া সাধকেরা লক্ষ্য করেছেন। সংসারের মধ্যে থেকে নিত্যানন্দ লাভের উপায় নেই। তাই চিত্ত-চাঞ্চল্য দূর করতেই হবে। দৃঢ়চিত্ত হলেই মহাসুহ বা নিত্যানন্দ লাভ সম্ভব। চর্যার মহাজনেরা চিত্ত সংযমের উপর জোর দিয়েছেন। মহাসুখ লাভ করতে হলে স্থায়ীভাবে চিত্তচাঞ্চল্য দূর করতে হবে।যোগ-র্ধান-সমাধি এই কার্যে অক্ষম। তাই সহজ সাধকের মতে সে সব পদ্ধতি অচর্যা। বাসনার চিরস্থায়ী নিবৃত্তি ব্যতীত নিত্যানন্দ লাভ সম্ভব নয়।

পদ- ২৮ : রাগ- বলাড্ডি : শবর পাদানম্(রচয়িতা)

মূলপদ

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।।
উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহৌরি।
ণিঅ ঘরনি ণামে সহজ সুন্দরী।।
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী।।
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী।।
হিঅ তাঁবোলা মহাসুখে কাপুর খাই।
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুখে রাতি পোহাই।।
গুরুবাক পুঞ্চআ বিন্ধ ণি অমন বাণেঁ।
একে শরসন্ধানেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরমী বাণেঁ।।
উমত সবরো গরুআ রোষে।
গিরিবর সিহরসন্ধি সহসন্তো সবরো লড়ির বইসে।।

আধুনিক বাংলা অর্থ – উঁচু পর্বতে শবরী বালিকা বাস করে। তার মাথায় ময়ূরপুচ্ছ, গলায় গুঞ্জামালিকা। শবরকে উদ্দেশ্য করে শবরী বলে ওহে উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, দোহাই তোমার গোল কোর না, আমি তোমারই ঘরণী- নাম সহজ সুন্দরী। নানা তরু মুকুলিত হলো। তাদের শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত হলো। কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী শবরী একাকী ক্রীড়া করতে লাগল। ত্রি ধাতুর ধাতুর খাট পাতা হল- শবর মহা আনন্দে শয্যা রচনা করল। ভুজঙ্গ(নায়ক) শবর নৈরামণি দারী(নায়িকা) নিয়ে প্রেমে রাত্রি প্রভাত করল। সে তাম্বুল কর্পুর খায় শূন্য নৈরামণি আলিঙ্গনে মহাসুখে রাত্রি ভোর করে। গুরুবাক্যরূপ পুঙ্খে বাণ যোজনা করে নিজের মনকে বিদ্ধ করে। উন্মত্ত শবর গিরি শিখর সন্ধিতে সন্ধিতে প্রবেশ করলে আর তাকে কেমন করে খোঁজা যায়।

তাৎপর্য:- উপরের পদটি একটি সার্থক প্রেমগীতি। শবর শবরীর বর্ণনায় একটি বস্তুনিষ্ঠ ছাপ ফুটে উঠেছে। কিন্তু তাৎপর্যে এটি জ্ঞানমুদ্রার সাধন চর্যা। শবর এখানে বজ্রধর, শবরী তার গৃহিণী জ্ঞানমুদ্রা নৈরাত্মা। গুরুর উপদেশে শিষ্য রাগানলে ক্রোধাবিষ্ট হয়ে সহজচক্রের দিকে যাত্রা করে। আর সহজে লীন হতে পারলে চিত্ত তখন পার্থিব ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায়।

চর্যাপদ -৩৩ : রাগ-পটমঞ্জরী : ঢেন্ঢণপাদানাম্ (রচয়িতা)

মূলপদ

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী।

হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥

বেঙ্গসঁ সাপ চঢ়িল জাই।

দুহিল দুধু কি বেন্টে সামাই ॥

বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে।

পীঢ়া দুহিঅই এ তীনি সাঝে ॥

জো সো বুধী সোহি নিবধী।

জো সো চোর সোহি সাধী॥

নিতি নিতি সিআলা সিহে সম জুঝই।

ঢেন্ঢন পাএর গীত বিরলে বুঝই ॥

আধুনিক বাংলা অর্থ –টোলায় আমার ঘর, প্রতিবেশী নাই;

অন্নহীন, নাই তবু ইষ্টির কামাই!

ব্যাঙ কি কামড় মারে সাপের শরীরে?

অথবা দোয়ানো দুধ বাঁটে যায় ফিরে?

বলদে বিয়ায় আর গাভি হয় বন্ধ্যা,

পিঁড়ায় দোয়ানো হয় তাকে তিন সন্ধ্যা–

যে জ্ঞানী সবার চেয়ে, অজ্ঞান সে ঘোর;

সবার চেয়ে যে সাধু, সেই ব্যাটা চোর!

শিয়াল-সিংহের যুদ্ধ চলে অনুক্ষণ–

লোকেরা বোঝে না, তাও বলেন ঢেণ্ঢন।(সংগৃহিত:ইন্টারনেট)

তাৎপর্য:- রূপকের আড়ালে সিদ্ধাচার্য নিজের মহাসুখ লাভের অবস্থানটি প্রকাশ করেছেন। অবিদ্যাকে দূরীভূত করে কায়মনবাক্যে সকল প্রকার প্রকৃতি দোষকে লুপ্ত করে সাধক পরমার্থ লাভ করেছেন। অনেক উঁচুতে এখন তাঁর অবস্থান। তাঁর সংসারে আর কোন আকর্ষণ নেই। দেহভাণ্ডে থেকে সংবৃতিচিত্ত লুপ্ত হয়ে গেছে। গুরুর উপদেশে ঢেণ্ডণপাদ উপলব্ধি করতে পেরেছেন তাঁর চিত্তে এখন করুণা এবং মহাশূন্যতা বিরাজ করছে। তাই

সর্বদাই তিনি নৈরাত্মরূপে প্রবেশ করেছেন।জগৎ সংসার বোধ লুপ্ত হওয়ার অর্থই প্রভাস্বর শূন্যতায় প্রবেশ করা। সাধক এই উপলব্ধির সূত্রে বলতে চাইলেন যে, সহজ আনন্দ উপলব্ধির জন্যে সর্বাগ্রে চিত্ত সংযম করতে হয়।

পদ ০৬ : রাগ: পটমঞ্জরী : ভুসুকু পাদানম্(রচয়িতা)

মূলপদ

কাহৈরি ঘিনি মেলি অচ্ছহু কীস ।
বেঢিল হাক পড়অ চৌদীস ।।
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী ।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেঁরি ।।
তিণ ন চছুপহী হরিণা পিবই ন পাণী ।
হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জাণী ।।
হরিণী বোলঅ সুণ হরিআ তো।
এ বণ চছাড়ী হোহু ভান্তো ।।
তরঙ্গন্তে হরিণার খুর ন দীসঅ ।
ভুসূকু ভণই মূঢ়া-হিঅহি ণ পইসই ।।-

আধুনিক বাংলা অর্থ- কারে করি গ্রহণ আমি, কারেই ছেড়ে দেই?
হাঁক পড়েছে আমায় ঘিরে আমার চৌদিকেই।
হরিণ নিজের শত্রু হ'ল মাংস-হেতু তারই
ক্ষণকালের জন্য তারে ছাড়ে না শিকারী।
দুঃখী হরিণ খায় না সে ঘাস, পান করে না পানি,
জানে না যে কোথায় আছে তার হরিণী রানি।–
হরিণী কয়, হরিণ, আমার একটা কথা মান্ তো,
চিরদিনের জন্য এ-বন ছেড়ে যা তুই, ভ্রান্ত!-
ছুটন্ত সেই হরিণের আর যায় না দেখা খুর,
ভুসুকুর এই তত্ত্ব মূঢ়ের বুঝতে অনেক দূর।-

(সংগৃহিত:ইন্টারনেট)

তাৎপর্য:- বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকেরা মনে করেন চিত্তচাঞ্চল্যের জন্যই জগৎ-সংসারের আকর্ষনজনিত বিষয়-বাসনার জন্ম হয় এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা জন্মে। কিন্তু জগৎ ব্যাপার সত্য নয়।রজ্জুতে সর্প ভ্রমের মততা মিথ্যা। ইন্দ্রিয় সুখও তেমনি মিথ্যা। অবিদ্যার হাত থেকে মুক্ত হয়ে পারমার্থিক অবস্থায় পৌঁছাতে পারলেই মহাসুখ লাভ সম্ভব। চঞ্চল চিত্তের সঙ্গে চঞ্চল হরিণের তুলনা করে হরিণ শিকারের উপমার সাহায্যে পরমার্থ তত্ত্বের উপদেশ দিয়েছেন।

হরিণ তার নিজের মাংসের জন্যই নিজের শত্রু হয়ে যায়।মানুষও নিজের ঈন্দ্রিয়জ ক্ষণিক সুখের আশায় নিজের সর্বনাশ করে। সদগুরুর উপদেশ দ্বারা চিত্ত-হরিণকে সংযম করতে হবে। অবিদ্যার হাত থেকে চিত্ত হরিণ নিজেকে উদ্ধার করতে চায়, অন্যত্র পলায়ণ করে।পরমার্থ লাভের আশায় আকুল চিত্ত হরিণ নৈরাত্মা দেবীর আহ্বানে সজাগ হয়ে ওঠে এবং চরম সার্থকতার সন্ধান পেয়ে দ্রুত গতিতে মহাসুখ কমল বনের দিয়ে এগিয়ে যায়।